টুংরো রোগ

টুংরো রোগ দমন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন

ফ্যাক্ট শীটঃ ধানের রোগবালাই ও এর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

রোগ পরিচিতি

টুংরো ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক রোগ। এ রোগের আক্রমণে ধান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতি ২-৩ বছর পর পর এ রোগের ব্যাপক আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত এলাকাসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং বৃহত্তর বরিশাল উল্লেখযোগ্য।

চিত্র-১: সবুজ পাতাফড়িং

রোগের কারণ

রাইস টুংরো ভাইরাস নামক এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সবুজ পাতাফড়িং উক্ত ভাইরাস ছড়ায় (ছবি-১)

রোগটি চেনার উপায়

- গাছ হলদে অথবা কমলা বর্ণের হয় (চিত্র-২, ৩)
- গাছ খাটো হয়ে বসে যায়
- গাছের কচি পাতা হলদে, চওড়া, খাটো বা মোচড়ানো হয়
- আক্রান্ত পাতাগুলো ভূমির দিকে নুয়ে পরে
- একাধিক পাতার গোড়া বা খোল একত্রে পুরনো পাতার খোলের মধ্যে আটকে থাকে
- কুশির সংখ্যা কম হয়

চিত্র-২: আক্রান্ত হলদে গাছ

চিত্র-৩: আক্রান্ত হলদে গাছ

রোগটি বিস্তার লাভের পদ্ধতি

সবুজ পাতাফড়িং আক্রান্ত গাছ থেকে ভাইরাস সংগ্রহ করে সুস্থ গাছে ছড়ায়, ফলে সুস্থ গাছ আক্রান্ত হয়। আক্রমণের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত ক্ষেতে প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে দু'একটা করে গাছে রোগ দেখা গেলেও ক্রমে তা সবুজ পাতাফড়িং-এর মাধ্যমে আশপাশের গাছে ছড়িয়ে পড়ে (চিত্র-৪)। এভাবে মাঠের পর মাঠ আক্রান্ত হয়। চারা অবস্থা অথবা কুশি বৃদ্ধি অবস্থায় আক্রমণ হলে রোগের লক্ষণ তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায় এবং ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- টুংরো আক্রান্ত জমির আশেপাশে বীজতলা তৈরি না করা, সর্বদা বীজতলায় বাহক পোকা দমনের ব্যবস্থা নেয়া;
- বীজতলা তৈরি করার সময় আশপাশের জমিতে পরিত্যক্ত টুংরো আক্রান্ত ধানগাছ, বাওয়া ধান, মুড়িধান ও আড়ালী ঘাস থাকলে তা তুলে ধ্বংশ করা;
- চারা রোপণের পর থেকে কুশি বৃদ্ধির শেষ পর্যন্ত ক্ষেতে বাহক পোকা দেখা মাত্র তা সকল চাষি মিলে দমন করা, হাতজালের প্রতি টানে একটি করে বাহক পোকা দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করা;
- প্রাথমিক অবস্থায় টুংরো আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র তা মাটিতে পুঁতে ফেলা।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd